যুগান্তর

তারিখ ঃ 9 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

# অতিরিক্ত কলেজ অনুমোদন দেয়ায় শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা

## ভোলায় ২৭টি চাহিদার বিপরীতে অনুমোদিত ৪৪টি

**ভোলা প্রতিনিধি**

ভোলা জেলায় নিয়মনীতি উপেক্ষা করে জনসংখ্যার হার (৭৫ হাজারে একটি) বিবেচনায় না রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দ্বিগুণ কলেজ অনুমোদন দেয়ার অভিযোগে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করে মামলা করেছেন এক কলেজ অধ্যক্ষ। এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন জেলার শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন কলেজ অধ্যক্ষ। জেলায় সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০ লাখ মানুষের বিপরীতে কলেজ থাকার কথা ২৭টি। কিন্তু কলেজ রয়েছে ৪৪টি। বরিশাল বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবদুল মোতালেব হাওলাদার বুধবার যুগান্তরকে জানান, মামলার বিষয়ে তিনি এখনও কিছু জানেন না। নিয়মনীতি উপেক্ষা করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেন ইলিশা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ নিজাম উদ্দিন। ভোলা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কামরুল আরিফ যুগান্তরকে জানান, ভোলা সদরেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আবার নদী ভাঙনের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান সরিয়ে শহরের কাছাকাছি আনা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রেও কোনো নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। আবার নতুন চরাঞ্চলে বসতি গড়ে উঠলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে না। সূত্র মতে, জেলা সদর উপজেলার লোকসংখ্যা ৪ লাখ ৯ হাজার ৬০ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজ থাকার কথা ৬টি। রয়েছে ১৬টি। আরও ৩টি চূড়ান্ত অনুমোদনের তালিকায় রয়েছে। মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ৪৪টি। নিম্ন মাধ্যমিক রয়েছে ২১টি। বোরহানউদ্দিন উপজেলায় লোকসংখ্যা ২ লাখ ৪৫ হাজার ৯৬০। কলেজ থাকার কথা ৩টি। একটি কারিগরি বোর্ডেরসহ রয়েছে ৪টি। দৌলতখান উপজেলায় জনসংখ্যা ১ লাখ ৭২ হাজার ৮০০। একটি কারিগরিসহ কলেজ রয়েছে ৪টি। লালমোহনে জনসংখ্যা ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৪৭০ জন। কলেজ রয়েছে ৬টি। ওই উপজেলায় মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ২২টি, নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে ২৪টি। তজুমদ্দিন উপজেলায় ১ লাখ ৪০ হাজার লোকসংখ্যায় কলেজ রয়েছে একটি। মনপুরা উপজেলায় ৮০ হাজার লোকসংখ্যায় কলেজ রয়েছে ২টি। চরফ্যাশন উপজেলায় লোকসংখ্যা রয়েছে প্রায় ৫ লাখ। কলেজ থাকার কথা ৭টি।